



81421 - যবে কাৰাবন্দীৰ সময় জানাৰ সুযোগ নহে তাৰ নামায ও রোজা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যবে কাৰাবন্দী মাটৰি নীচে অন্ধকাৰ সলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, নামাযৰে সময় জানাৰ তাৰ কোন সুযোগ নহে, রমজান মাস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে তাৰ কাছে কোন তথ্য নহে সে কভাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেনে সকল মুসলমি বন্দীর আশু মুক্তরি ব্যবস্থা করদেনে, নজি করুণায় তাদরেকে ধৈর্য-শক্তি ও সান্ত্বনা দান করনে, তাদরে অন্তরগুলো আত্মপ্রশান্তি ও একীনদয়িভেরপুর করে দনে এবং মুসলমি উম্মাহকে সঠিক পথরে দশিদনে যবে পথে তাঁর প্রিয়ভাজনগণ (আউলিয়াগণ) সম্মানতি হবনে এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছতি হবনে।

দুই:

আলমেগণ এই সদিধান্তেপনীত হয়ছেনে যবে, আটক ও কাৰাবন্দী ব্যক্তি সালাত ও সিয়াম এর দায়তিব থেকে অব্যাহতি পাবে না। বরং তাদরে উপর ফরজ হল সময় নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি নামাযের সময় শুরু হয়ছে মরম্প্রবল ধারণা হয়, তবে তিনি সালাত আদায় করে নবিনে। অনুরূপভাবে রমজান মাস শুরু হয়ছে মরমে তাৰ প্রবল ধারণা হলে তিনি রোজা পালন করবনে। খাবারের সময়গুলো খয়োল করে অথবা কাৰাগারের লোকদের জিজ্ঞাসে করে তিনি সময় নির্ধারণ করতে পারনে। তিনি যদি সালাত ও সিয়ামের সঠিক সময় জানাৰ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করনে তবে তাৰ ইবাদত সহহি হবনে ও এর মাধ্যমে তিনি দায়তিব মুক্ত হবনে; যদিও পরবর্তীতে তাৰ কাছে প্রকাশ পায় যবে, তাৰ ইবাদত যথাসময়ে আদায় হয়ছে অথবা যথাসময়ের পরে আদায় হয়ছে অথবা কোন কিছু প্রকাশ না হোক। এর দললি হছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[لَا يُكْفِرُ الْإِنْفَسُ إِلَّا وَسْعَهَا] (البقرة : 286)

“আল্লাহ কারো উপর তাৰ সাধ্যরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [ ২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬ ]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:



[لَا يُكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا] (65 الطلاق : 7)

“আল্লাহ যাকে যত্নে পরিচালনা করেছেন তার উপর আরোপ করবেন না।”[৬৫ সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭]

তবে পরে যদি জানতে পারেন যে, তিনি ঈদরে দিনগুলোতে রোজা ছিলেন তবে সে রোজাগুলো কাফা করা তার উপর ওয়াজবি। কারণ ঈদরে দিনের রোজা সহি নয়। যদি পরবর্তীতে তিনি নিশ্চিতিভাবে জানতে পারেন যে, তিনি সঠিক সময়ের পূর্বে সালাত বা সিয়াম পালন করেছেন তাহলে সে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজবি।

আল- মূসুআ আল-ফকিবহিয়্যাহ (২৮/৮৪-৮৫) গ্রন্থে রয়েছে:

“অধিকাংশ ফকিহ-গবেষক মতে, যার কাছে মাসের হিসাব সুস্পষ্ট নয় তিনি রমজানের রোজা পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহত পাবেন না। বরং রোজা পালন তার দায়িত্ব ফেরজ হিসেবে থাকবে। যহেতু তার উপর শরয়ী দায়িত্ব বন্যস্বত এবং তিনি শরয়ী নর্দিশের আওতাভুক্ত। তিনি যদি নিজেরে বচার-বুদ্ধি খাটিয়ে রমজান মাস নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোজা রাখা শুরু করেন এক্ষেত্রে তার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা:

অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকা এবং সঠিক সময় তার নকিট পরমিফুট না হওয়া। তার রোজা কি রমজান মাসে পালতি হয়েছে, নাকি রমজানের আগে পালতি হয়েছে, নাকি পরে পালতি হয়েছে এর কিছুই জানতে না পারা – এক্ষেত্রে তার পালতি রোজার মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে, তাকে পুনরায় রোজা রাখতে হবে না। যহেতু তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। অতএব, এর চয়ে বেশি কিছু তার দায়িত্বে বর্তাবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা :

বন্দা ব্যক্তির রোজা রমজান মাসে পালতি হওয়া-এই রোজার মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে।

তৃতীয় অবস্থা :

বন্দা ব্যক্তির রোজা পালন রমজানের পরে পালতি হওয়া- অধিকাংশ ফকিহাবশিষেজ্জএগণের মতে এই রোজা পালনের মাধ্যমে তার দায়িত্ব খালাস হবে।

চতুর্থ অবস্থা:



এর দু'টি দিক হতে পারে:

প্রথম দিক: তার রোজা রমজানরে পূর্বে পালতি হওয়া এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে তনিতি জানতে পারা। এক্ষেত্রে রমজান মাস শুরু হলে তাকে রমজানরে রোজা পালন করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমিত নহে। কারণ নরিধারতি সময়ে তা পালন করার সামর্থ্য তার রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: তার রোজা রমজানরে পূর্বে পালতি হওয়া এবং রমজান শেষ হওয়ার আগে তনিতি জানতে না পারা। এই রোজা পালন তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে কনি এই ব্যাপারে দু'টি মিত রয়েছে-

প্রথম মিত: এই রোজা পালন তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং এর কাযাপালন করা তার উপর ওয়াজবি। এটি মালকৌ, হাম্বলীমায়হাবরে অভমিত এবং শাফয়েী মায়হাবরে নরিভরযোগ্য মিতও এটি।

দ্বিতীয় মিত: এই রোজা পালন রমজানরে রোজা হিসাবে তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে। যমেনভিবআরাফাতরে দনি নরিধারণরে ব্যাপারে যদি সন্দহে দেখা দেয় এবং হজ্জযাত্রীগণআরাফার দনিরে পূর্বেইআরাফাতে অবস্থান ননে তবে তাদরে হজ্জ শুদ্ধ হবে- এটি শাফয়েীমায়হাবরে কিছু কিছু আলমেরে অভমিত।

পঞ্চম অবস্থা:

“তারকছু রোযা রমজান মাসে এবং কছু রোজা রমজানরে পরে পালতি হওয়া। যে রোজাগুলো রমজান মাসেথবা রমজানরে পরে পালতি হয়েছে সেগুলো তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে রোজাগুলো রমজান মাসরেআগে পালতি হয়েছে সেগুলো তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট জন্য হবে না।” সমাপ্ত

দখুন- আল-মাজমূ (৩/৭২-৭৩), আল-মুগনী (৩/৯৬)

আল্লাহই সবচয়ে ভালো জাননে।